যুগান্তর

ছবি : আমিনুল ইসলাম

দলিবাণিজ্যের ঘাট

যায়। তখন থেকে বেতন ভাতা বন্ধ হয়ে আছে। পরিবার পরিজন নিয়ে এখন পথে বসার উপক্রম।

দৃশ্য ৩

এবার নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক জন শিক্ষক। বললেন– 'শিক্ষকের নাম কেউ নেয় এই দেশে? যারা নেয়, স্কুলের সেই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তাদের শিক্ষককে ছোট করে লাভ আছে? যখন জানাজানি হবে শিক্ষা ভবনে এসে এভাবে ভিক্ষুকের মতো ঘোরাফেরা করছি, কোমলমতী শিক্ষার্থীরা তাদের দেশ সম্পর্কে কী শিক্ষা পাবে? তাছাড়া শিক্ষা ভবন থেকে কোনও সহানুভূতি তো পাবই না, উল্টো হয়রানি বাড়বে।' নাম না বললেও জানালেন তিনি বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ ফকিরবাড়ি স্কুলের ধর্মশিক্ষক। এতদিন ঠিকঠাক মতোই সরকারি বেতনভাতা পেয়ে আসছিলেন। গত ৬/৭ মাস আগে নোটিশ ছাড়াই হঠাৎ এমপিও বাতিলের চিঠি পান। কিন্তু অভিযোগ নেই, তদন্ত নেই। অচমকা এই চিঠিতে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। তার অভিযোগ, শিক্ষা ভবনের একজন প্রভাবশালী সিবিএ নেতাকে টাকা না দেয়ায় অতিরিক্ত শিক্ষক দেখিয়ে তার এমপিও বাতিল করে দিয়েছেন।

দৃশ্য ৪

১০ বছর ধরে বরিশালের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করছেন আজিম উদ্দিন। নিয়ম অনুযায়ী ৮ বছর পর তার টাইম স্কেল পাওয়ার কথা। সে অনুযায়ী স্কুল থেকে চিঠিও দেওয়া হয় শিক্ষা ভবনে। চিঠি পাঠানোর প্রথম ৬/৭ মাস তিনি কোনও যোগাযোগ করেননি। ভেবেছিলেন, নিয়ামানুসারেই হয়ে যাবে। কিন্তু দেখতে-দেখতে এখন দুই বছর কেটে গেছে– টাইম স্কেলের কোনও খবর নেই। জানা গেল, ইতিমধ্যে টেবিলে-টেবিলে তারও ১০/১৫ হাজার টাকা খরচা হয়ে গেছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তার সঙ্গে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত এক শিক্ষক ওয়াহিদুল হক। তার সমস্যা অবসরভাতায় গড়বড়। সব মিলিয়ে ১ লাখ ৫৯ হাজার টাকা পাওনা হলেও তাকে দেওয়া হয়েছে ১ লাখ ৮ হাজার টাকা।

দৃশ্য ৫

শিক্ষা ভবন চত্বরের গোল চক্করে জোহরের নামাজ পড়ে সেখানেই তন্দ্রায় ঢুলে পড়ছিলেন গাজীপুরের রাঙ্গুনী আবদুল হাকিম উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আবদুস সালাম। প্রতিবেদকের ডাকে তন্দ্রা কাটে। দু বছর আগে তার স্কুলের দুজন শিক্ষকের এমপিওর জন্য আবেদন করেছিলে তিনি। তারই খোঁজ নিতে এসেছেন। বললেন, 'খোজ নিয়ে জেনেছি কিছুই হয়নি। ২টায় একজন উপ পরিচালক দেখা করতে বলেছেন, তাই অপেক্ষায় আছি।' আবদুস সালামের সঙ্গে থাকা একজন শিক্ষক জানালেন, 'এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছি। এখন বলছে ফাইল মন্ত্রণালয়ে আছে। কারণ হিসেবে দেখাচ্ছে, রাঙ্গুনি স্কুলে বর্তমানে ১০ জন শিক্ষকের এমপিও আছে; এর বেশি নাকি দেওয়া যাবে না। এর বেশি দিতে হলে মন্ত্রণালয়ের অর্ডার লাগবে।'

হয়রানির কোনও অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেব

প্রফেসর দিলারা হাফিজ, *মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর*

দিলারা হাফিজ বলেন, শিক্ষা ভবন সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ পত্র পত্রিকা ও বিভিন্ন মাধ্যমে পাওয়ার পর আমি বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। এখন শিক্ষকরা আর হয়রানির শিকার হচ্ছেন না। দু'একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে; সেজন্য শিক্ষকরাই বেশি দায়ী। শিক্ষকরা যদি সেকশনে যাওয়া বন্ধ করে দেন ,তাহলে দুর্নীতি, ঘুষ বন্ধ হয়ে যায়। এখন দুপুরের পর থেকে শিক্ষকদের সাক্ষাৎ দেওয়া হয়। খুব শিগগিরই ফাইল ম্যানেজমেন্ট কম্পিউটারাইজড হয়ে যাচ্ছে। তখন কার টেবিলে কয়টা ফাইল আছে, নিয়ম মাফিক ফাইল যাচ্ছে কিনা ইত্যাদি আমি আমার অফিসকক্ষে বসেই মনিটর করতে পারব। আগামী মাস থেকে প্রতি মঙ্গলবার সেবা দিবস হবে। ওই দিন শিক্ষকদের কাছ থেকে অভিযোগ শুনে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগে গোয়েন্দা সংস্থার দেওয়া ১৪ জন কর্মকর্তা কর্মচারী সম্পর্কে দিলারা হাফিজ বলেন, ঐ রিপোর্টের ঘটনা তিনি যোগদানের আগের। তদন্ত চলছে। হয়রানির কোনও অভিযোগ পাইনি। পেলে ব্যবস্থা নেব।

চালচিত্র : শিক্ষা ভবন

কিছুদিন আগে সরকারের একটি গোয়েন্দা সংস্থা শিক্ষা ভবনের দুর্নীতির সার্বিক অবস্থা তুলে ধরে একটি রিপোর্ট দিয়েছিল সরকারের কাছে। রিপোর্টে বলা হয়েছিল, শিক্ষা ভবনের সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী দুর্নীতিগ্রস্থ। এখানে উৎকোচ ছাড়া কোনও কাজ হয় না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন, অডিট রিপোর্ট, নতুন শাখা বা বিভাগ খোলা, শিক্ষক নিয়োগ, টাইম স্কেল অনুমোদন, সিনিয়রিটি নির্ধারণ, বেতন পুনঃনির্ধারণ, পেনশনসহ যাবতীয় জটিলতা নিরসনের জন্য সারাদেশের শিক্ষকদের এই ভবনে আসতে হয়। এখানকার স্টাফরা শিক্ষকদের কাছ থেকে শুধু উৎকোচই আদায় করেন না, দুর্ব্যাবহারও করেন। দূর-দূরান্তক আসা শিক্ষকরা দিনের পর দিন ঘুরতে ঘুরতে হতাশ হয়ে এক পর্যায়ে উৎকোচ প্রদানে বাধ্য হন। কথিত আছে, উৎকোচের টাকার ভাগ বাটোয়ারা হয় মন্ত্রী, স্থানীয় এমপি, মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদফতরের স্টাফ ও সিবিএ নেতাদের মধ্যে। কাজভেদে রয়েছে ভিন্ন-ভিন্ন অলিখিত রেট। অনুসন্ধানে জানা গেছে, সবচেয়ে বেশি রেটের কাজ হল– শিক্ষকদের বদলিবাণিজ্য। একজন শিক্ষককে ঢাকায় বদলির জন্য ৮০ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা গুনতে হয়। শহরভিত্তিক বদলির জন্য দিতে হয় ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা। শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির জন্য ফাইল প্রতি ঘুষ দিতে হয় ৩০ হাজার থেকে ৭৫ হাজার টাকা। কম্পিউটার ও গৃহায়ন ঋনের জন্য ১৫ হাজার টাকা। এক বছরের ছুটির জন্য ১৫ হাজার টাকা, দুই বছরের ছুটির জন্ ২৫ হাজার টাকা। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ আদায়রে জন্য ৫শ থেকে ১ হাজার টাকা। উন্নয় খাতের শতকরা ৩০ভাগও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় না। স্কুল পর্যায়ে বিতরণের জন্য ২০ হাজার টাকার কম্পিউটার দেড় লাখ টাকায় কেনারও অভিযোগ আছে। এ পর্যন্ত ৫০/৬০ হাজার কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে। প্রকৌশলীকে ২ শতাংশ সেলামি না দিলে নাকি উন্নয়ন কাজের ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়া যায় না। এর বাইরেও আছে জেলা থানার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কমিশন। স্থানীয় এমপিকে ঘুষ দিতে হয়।

দুর্নীতির রুটম্যাপ

দেশের বেশিরভাগ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় ৫০ হাজার থেকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত ডোনেশন দিয়ে শিক্ষকনিয়োগের ঘটনা ঘটে হরহামেশায়। নতুন বিভাগ খোলা ও পাঠ্যসূচির অনুমোদন ছাড়াই ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি নানা কৌশলে এসব নিয়োগ বৈধ করার চেষ্টা চালায়। ডোনেশনের শিক্ষক নিয়োগ বৈধ করতে বেশিরবাগ তদবির হয় শিক্ষা ভবনে। মোটা অংকের টাকা নিয়ে তাদেরকে এমপিওভুক্ত করা হয়। স্কুল-কলেজ অডিটের নামে প্রতি বছর কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় শিক্ষা ভবনের সংশ্লি-ষ্ট শাখার স্টাফরা। টাকা না দিলে 'অতিরিক্ত শিক্ষক আছে', 'অবৈধ এমপিও' ইত্যাদি অজুহাতে সংশ্লিষ্ট স্কুল কলেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার প এ পর্যন্ত প্রায় ৬৫ হাজার শিক্ষক কর্মচারীকে এমপি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমি বিদ্যালয়ে ২২ হাজার ৮৪৮ জন, কলেজে ১৯ হাজার ৭০০ জন এবং মাদ্রাসায় ১৯ হাজার ৯০০, এসএসসি (কারিগরি) ১১ শ, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ১৫ শ জন শিক্ষক কর্মচারী রয়েছেন। আরও ১০/১৫ হাজার এমপিও চূড়ান্ত হয়ে আছে। সরকারের এই সময়ে মোট সাড়ে ৩ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও হয়েছে। এ সব এমপিও ভুক্তির জন্য প্রায় ৬০ কোটি টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে শিক্ষকদের এমপিও ভুক্তির ফাইল জেলা শিক্ষাকর্মকর্তার কা থেকে শিক্ষা অধিদফতরে আসার পর তা নিয়ে রীতিমতো দরদাম শুরু হয়। জেলা ও থানা পর্যায়ের শিক্ষা অফিসগুলোর মাধ্যমে শিক্ষাভবনের দুনীর্তিজাল সারা দেশেই ছড়ানো। স্থানীয় সিবিএ শিক্ষক সমিতির নেতাকর্মীরাই এর সদস্য। অর্থে বিনিময়ে তারা সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষকদের বিভি তদাবির নিয়ে অধিদফতরে আসেন।

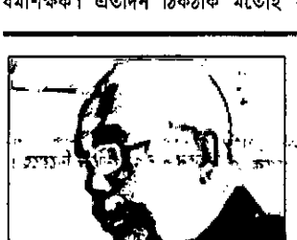

ওরা ১৪ জন

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঘুষ গ্রহণ, শিক্ষা ভবনে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে বেশ কিছু দিন আগে একটি গোয়েন্দা সংস্থা মোট ১৪ জনের একটি তালিকা দিয়েছে সরকারের কাছে। এদের মধ্যে রয়েছে রেকর্ড কিপার এবং সিবিএ নেতা সালেহ উদ্দিন সেলিম, উচ্চমান সহকারী কফিল উদ্দিন মইনুল ভুইয়া, অফিস সহকারী সফিকুর রহমান অডিটর দাউদ হোসেন, উচ্চমান সহকারী শেখ সাহাবুদ্দিন, উপ পরিচালক রেজাউল ইসলাম সাখাওয়াত, সহকারী পরিচালক শরিফা খাতুন জহুরুল হক, সাজেদুল ইসলাম, একজন প্রকৌশলী ও একজন প্রকল্প পরিচালক। সালেহ উদ্দিন সেলিম সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়– এই কর্মচারী অফিসে যাতায়াত করেন একটি টয়োটা কার দিয়ে সংগঠনের কাজে জেলা পর্যায়ে সফরের সময় একটি পাজেরো জিপ ব্যবহার করেন। রাজধানী দক্ষিণ গোড়ানে তার একটি পাঁচতলা বাড়ি আছে। দীর্ঘ ২ বছর ধরে তিনি দাপটের সঙ্গে শিক্ষাভবনে চাকরি

কফিল উদ্দিন

উচ্চমান সহকারী

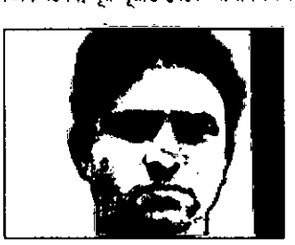

শিক্ষা ভবনের ১৪ জনের অন্যতম কফিল উদ্দিন এখনো বহাল তবিয়তে আছেন তার জায়গায়। শিক্ষক সমিতির একজন প্রভাবশালী সভাপতির সরাসরি হস্তক্ষেপে তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই ধোপে টেকেনি। এখন দায়িত্ব পালন করছেন কলেজ শাখায়। গোয়েন্দা সংস্থার দেওয়া রিপোর্ট এর ফলাফল জানতে চাইলে তিনি বলেন এ ব্যাপারে তদন্ত হচ্ছে। 'এসকল অভিযোগ সব মিথ্যা বানোয়াট। ভালো কাজ করি বলে অন্যরা আমাকে সহ্য করতে পারে না।' এ সময় ফটোগ্রাফার তার ছবি তুলতে চাইলে তার অপর একজন স্টাফ খুব ক্ষেপে

নজরুল ইসলাম রনি

কেন্দ্রীয় মহাসচিব, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি

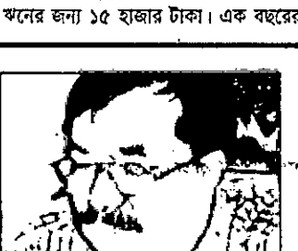

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম রনি বলেন, শিক্ষা ভবনে দুর্নীতি, লুটপাট ওপেন সিক্রেট এখানকার কিছু স্টাফ, বিভিন্ন নামধারী শিক্ষক নেতা এখানকার গডফাদার। আমরা সমিতির পক্ষ থেকে এসব দুর্নীতিবাজ স্টাফদের অন্যত্র বদলি কিংবা তদন্তপূর্বক ব্যাস্থা নেওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রীকে বলেছি। প্রধান মন্ত্রীর কাছে স্মরক লিপি দিয়েছি। তিনি বলেন, দূর-দূরান্ত থেকে আসা শিক্ষকরা এসকল

মাফিয়াদের কাছে স্বর্বস্থ খুইয়ে কখনও-কখনও টাকার অভাবে বাড়িফেরার ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়েন। টাকা দিলে এখানে কালোকে শাদা আর শাদাকে কালো করা যায়। শিক্ষাভবনের অপরাধীচক্রটি খুব প্রভাশালী বলে ভুক্তভোগীদের বেশিরভাগই ভয়ে মুখ খোলেন না। প্রতিবাদ করলে বিভিন্ন অযুহাতে তাদের এমপিও কেটে দেওয়া হচ্ছে। এমপিও দেওয়া ও কাটার মধ্যে কোনও নিয়ম-নীতি নাই। শুধু এমপিও কাটে না, শারীরিকভাবেও শিক্ষকদেরকে লাঞ্ছিত করা হয় এই ভবনে।

সালেহ উদ্দিন সেলিম

রেকর্ড কিপার ও সিবিএ নেতা

শিক্ষা ভবনের অনিয়ম দুর্নীতি প্রসঙ্গে গোয়েন্দা সংস্থার দেয়া রিপোর্টে সালেহ উদ্দিন সেলিমের নাম ছিল প্রথম। কিন্তু এ ব্যাপারে তার কোন মাথাব্যথা নেই। এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'সাংবাদিক আর ওই সকল সংস্থার লোকদের টাকা না দিলেই তারা উল্টাপাল্টা লিখে দেয়। টাকা দিলে পকেটে থাকে।' তিনি আরও বলেন, 'গোয়েন্দা সংস্থার ওই রিপোর্টটি ছিল ভুয়া। একারণে সরকার পুলিশের ঐ গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে পানিশমেন্ট ট্রান্সফারও করেছে।' তার দাবি তিনি ১০ লক্ষ কর্মচারীর নির্বাচিত নেতা। আমার বিরুদ্ধে এরকম বহু তদন্ত